আইনওবিচারমন্ত্রক

# গোপনীয়তার অধিকার প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের রায় বিষয়ে ভারত সরকারের বিবৃতি সুপ্রিম কোর্টের ৯ জন বিচারপতির বেঞ্চ আজ ‘গোপনীয়তার অধিকার’ সংক্রান্ত মামলায় ভারতের সংবিধানের ২১ নম্বর ধারায় ‘গোপনীয়তার অধিকার’কে মান্যতা দিয়ে রায় ঘোষণা করেছে

Posted On: 25 AUG 2017 11:13AM by PIB Kolkata

সুপ্রিম কোর্টের ৯ জন বিচারপতির বেঞ্চ আজ ‘গোপনীয়তার অধিকার’ সংক্রান্ত মামলায় ভারতের সংবিধানের ২১ নম্বর ধারায় ‘গোপনীয়তার অধিকার’কে মান্যতা দিয়ে রায় ঘোষণা করেছে। সরকার সুপ্রিম কোর্টের এই রায়’কে স্বাগত জানাচ্ছে। এই রায় সংসদকর্তৃক অনুমোদিত সরকারের আইনগত প্রস্তাবের প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারগুলির সময়কালে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ইস্যুটির একদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে । সংবিধান প্রণয়নের অব্যহিত পরেই কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার ধারাবাহিকভাবে এই অভিমত পোষণ করতো যে, কোনও আইনের মাধ্যমে, তার যৌক্তিকতা নির্বিশেষে যে কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয়টি অস্বীকার করা যেতে পারে। কংগ্রেস সরকারগুলি বারংবার যে যুক্তির অবতারণা করেছে, তা হল – গোপনীয়তা সাংবিধানিক গ্যারান্টির কোনও অংশ নয় । প্রকৃতপক্ষে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার সময়ে যখন সংবিধানের ২১ নম্বর ধারাটি সাস্পেন্ড করা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকার তখন সুপ্রিমকোর্টের সামনে এই যুক্তি দেখিয়েছিল যে, কোনও ব্যক্তি খুন হতে পারেন, এমনকি তাঁরজীবন থেকে বঞ্চিত হতে পারেন (ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তো দূরের কথা) এবং তা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে প্রতিকারের কোনও সুযোগ থাকবে না।

ইউপিএ সরকার কোনও রকম আইনগত ভিত্তি ছাড়াই আধার কর্মসূচি চালু করেছিল। তারই প্রেক্ষিতে ইউপিএ আমলের আধার কর্মসূচিকে আদালতে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। এনডিএ সরকারএ বিষয়ে সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে। এই আইনে পর্যাপ্ত রক্ষাকবচের সংস্থানও রাখা হয়েছে । ১৬/০৩/২০১৬ তারিখে রাজ্যসভায় আধার বিলনিয়ে অর্থমন্ত্রীর জবানীতে সরকার সুস্পষ্টভাবে জানায় – “গোপনীয়তার অধিকার কি মৌলিক অধিকার? নাকি নয়? বর্তমান বিলটি পূর্ব নির্ধারিত এই ধারণার ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে যে, গোপনীয়তার অধিকার মৌলিক অধিকার নয়, এই বক্তব্যের জন্য বহু বিলম্ব হয়েছে । তাই আমি আশা করি যে, সম্ভবত গোপনীয়তার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার। কিন্তু গোপনীয়তাকে কোথায় মৌলিক অধিকার হিসাবে কাজে লাগানো হবে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ইসমস্ত সংশয় দূর করতে এ বিষয়ে বেশ কিছু সংশোধনীর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এটা বলা হচ্ছে এবং সাধারণভাবে এখন এটা মেনেও নেওয়া হয়েছে যে, গোপনীয়তা ব্যক্তি স্বাধীনতারই অংশ বিশেষ। তাই যখন সংবিধানের ২১ নম্বর ধারায় বলা হয় ‘আইনবিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিতনীতি-পদ্ধতি ছাড়া কোনও ব্যক্তিকে তাঁর জীবন এবং স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না’। তখন আমরা ধরেই নিতে পারি যে, গোপনীয়তা ব্যক্তি স্বাধীনতারই অঙ্গ এবংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থা ছাড়া কোনও ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা যাবে না। তবে, এক্ষেত্রে অন্তর্লীন দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে গোপনীয়তার অধিকার কোনও সর্বাত্মক অধিকার নয়। এমনকি আমাদের সংবিধানেও এটি একটি অধিকার হিসাবে রয়েছে । সংবিধানের ২১ নম্বর ধারা অনুসারে যদি এটি মৌলিক অধিকার হয়, যা বিধিবদ্ধ পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ-স্বাপেক্ষ। তবে, এই আইনদ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধিবদ্ধ ব্যবস্থাকে সঙ্গত, ন্যায্য এবং যুক্তিপূর্ণ হতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের সামনে মামলাটিতে বলা হয়েছে – তোমার কোনও আইন নেই, তুমি এ নিয়ে কোনও আইন করোনি, তুমি এ বিষয়ে কোনও নীতি-নির্দেশিকা জারি করোনি এবং তুমি এক কার্যনির্বাহী নির্দেশের মাধ্যমে এমন এক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছো, যেখানে সমস্ত ব্যক্তিগত এবং বায়োমেট্রিক তথ্য রাখা হবে। এইসবতথ্য কোন্ কাজের জন্য ব্যবহার করা হবে? এটা কি একটি সঙ্গত, ন্যায্য এবং যুক্তিপূর্ণ নীতি-পদ্ধতি?”

অর্থমন্ত্রী এমন এক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছিলেন, যেখানে ইউপিএ সরকারকোনও রূপ আইনগত ভিত্তি ছাড়াই আধার চালু করা হয়েছিল। বর্তমান সরকার ঠিক এর বিপরীত কাজ করেছে। এই সরকার আধার ব্যবস্থার একটি আইনগত ভিত্তি তৈরি করতে চেয়েছে এবং আইনটিতে গোপনীয়তা সংক্রান্ত বিশেষ রক্ষাকবচ’কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুপ্রিমকোর্টে সরকার এই আশ্বাসও দিয়েছে যে, খুব শীঘ্রই একটি তথ্য সুরক্ষা আইন আনা হবে এবংএর জন্য সুপ্রিম কোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী কৃষ্ণের নেতৃত্বে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের আজকের রায় অত্যন্ত স্বাগত। কারণ, এটি মৌলিক অধিকার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করবে। এই রায়-এ বলা হয়েছে যে, ব্যক্তিগত অধিকার কোনও সর্বাত্মক অধিকার নয়। এটি সংবিধান-সম্মত নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষ, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারিত হবে। সরকার সুস্পষ্টভাবে এই অভিমত দিতে চায় যে,এই সংক্রান্ত আইনগুলি আজকের রায়-এর শর্তগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সুপ্রিম কোর্টতাদের রায়-এ বলেছে “... প্রয়োজন হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও রাষ্ট্রের আইনগত উদ্বেগের মধ্যে একটি যুক্তিশীল ও স্পর্শকাতর সমতা বিধানের”। রাষ্ট্রের আইনগত লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে – “জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখা, অপরাধ প্রতিরোধ এবংতদন্ত, উদ্ভাবনে উৎসাহ প্রদান, জ্ঞানের প্রসার এবং সমাজ কল্যাণের সুযোগ-সুবিধাগুলির অপচয় বন্ধ করা”। সরকার এই লক্ষ্য পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

(Release ID: 1500678) Visitor Counter : 2

## Background release reference

সংসদকর্তৃক অনুমোদিত সরকারের আইনগত প্রস্তাবের প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ